মেহগনির চারা পেলেন মায়েরা

আজকালের প্রতিবেদন: বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, ১৯ ডিসেম্বর— একটি শিশু একটি গাছ। যে-কোনও গাছ নয়, দামি মেহগনি গাছ। সদ্যোজাত শিশুও বড় হবে, শিশুর বাড়িতে মেহগনিও বড় হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রেরণায় সরকারের এই প্রকল্পের নাম 'সবুজশ্রী'। সোমবার বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাদার হাবে ২১ জন মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হল মেহগনি গাছের চারা। ২১ জনই সদ্যোজাত শিশুর জন্ম দিয়েছেন। এদিন নদীয়া জেলা হাসপাতালেও আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্প শুরু হয়। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বনদপ্তর রেঞ্জের উদ্যোগে এই চারা দেওয়া হয়। বহরমপুরের অনুষ্ঠানে ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সুপার সুব্রতা পাল, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের এডিএম শুভাশিস ঘোষ, বহরমপুরের সদর মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চ্যাটার্জি প্রমুখ। নদীয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গাছের চারা বিতরণ করেন সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শেখর সেন, বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাস প্রমুখ। নদীয়ার বনাধিকারিক রানা দত্ত বলেন, এদিন ১০০টি মেহগনি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এর পর থেকে সদ্যোজাতদের বাড়ি যেখানে, সেখানকার ব্লক অফিস থেকে এই চারা দেওয়া হবে। প্রত্যেক নবজাতকের পরিবার একটি করে গাছের চারা পাবে। নবজাতকের বয়স ২১ বছর হলে এই গাছ কাটা যাবে। এর জন্যে বনবিভাগের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এ জন্যে গাছের সঙ্গেই সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এই গাছ লাগানোর এবং পরিচর্যার দায়িত্ব পরিবারের। সন্তানের বয়স ২১ বছর হলে এই গাছ কেটে বিক্রি করে সেই অর্থ সন্তানের প্রয়োজনে লাগানো যাবে। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায় জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের দ্বারা একদিকে যেমন সন্তানের উপকার হবে, পরিবেশেরও সুরক্ষাও হবে।

শিশু কোলে মায়ের হাতে মেহগনির চারা তুলে দিচ্ছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিভু গোয়েল। বহরমপুর মেডিক্যালে। ছবি: চয়ন মজুমদার

আজকাল 20 শে ডিসেম্বর 2006